দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 5 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ থেকে দলীয় ব্যক্তির নিয়োগ বাতিল

মোশতাক আহমেদ ঃ তীব্র সমালোচনার মুখে অবশেষে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ থেকে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তা ব্যক্তিদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এদের পরিবর্তে বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সদস্য পদে সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া হবে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে চুক্তিতে থাকা বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের স্ত্রী-আত্মীয়রা এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। চুক্তিতে থাকার তালিকায় বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার স্ত্রী প্রফেসর মরিয়ম বেগম, সাবেক বাণিজ্য ও পানি সম্পদমন্ত্রী মেজর (অব) হাফিজউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী প্রফেসর দিলারা হাফিজসহ বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীদের আত্মীয় রয়েছেন।

নিয়মানুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি ও গবর্নিং বডির ওপর (স্কুলের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি এবং কলেজের ক্ষেত্রে গবর্নিং বডি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালনসহ সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের দায়িত্বে ন্যস্ত। আর এসব পরিচালনা পর্ষদগুলোর সভাপতি পদে সাধারণত স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের রাখা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিরাও হতে পারেন পরিচালনা পর্ষদের কর্তা। কিন্তু দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলীয় লোকেরাই এসব পর্ষদে থাকেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরেও দেশের অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী-এমপি এবং তাঁদের অনুসারীরাই বহাল তবিয়তে থেকে প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের পরিচালনা করে আসছিলেন। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে সবকিছুতেই তাঁরা কলনাঠি নাড়ছিলেন। এ নিয়ে পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের পক্ষেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানানো হয়। অবশেষে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ থেকে দলীয় লোকদের মনোনয়ন বাতিল করল।

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ আবুল হাসান স্বাক্ষরিত এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং কমিটি, গবর্নিং বডি ও এডহক কমিটি থেকে রাজনৈতিক সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়ন বাতিল করা হলো। পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট এলাকার আওতাধীন বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, স্কুল এ্যান্ড কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা এবং কারিগরি স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি, গবর্নিং বডি ও এডহক কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য/প্রতিনিধি পদে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেবলমাত্র সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। আগামী ২০ নবেম্বরের মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এ প্রজ্ঞাপন জারিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের বিজয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীর ৩২টি প্রতিষ্ঠানসহ দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে বিদায়ী সরকারের দলীয় লোকজন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা যাতে প্রতিষ্ঠানের কোন জরুরী কাগজপত্র বা সভার কোন সিদ্ধান্ত বিকৃত বা বিনষ্ট করতে না পারে সে ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি

বেসরকারী শিক্ষা

(১২-এর পাতার পর)

তবে রাজনৈতিক বিবেচনায় চুক্তি ভিত্তিতে এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মরিয়ম বেগম, যিনি বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার স্ত্রী। একইভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক সাবেক বাণিজ্য ও পানিসম্পদ মন্ত্রী মেজর (অব) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী প্রফেসর দিলার হাফিজ, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এজেএম শহীদুল্লাহ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আহসানুল কবীর, রাজধানীর বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ সাবেক ডাক ও টেলিযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ভাইয়ের স্ত্রী প্রফেসর অনামিকা হক গুলবাহারসহ বেশ কয়েকজন।